

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ هـ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا يُعْمِرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَسْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَلْتَمَنَّا أَن يُكُونُوا مِن الْمُفْتَلِينَ

চুনতি জামে মসজিদ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন উপ-কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও
চুনতি জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত।

তাং : ৫/৯/৯৭ ইং

চুনতি জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির বিগত ১/৩/৯৩ইং তারিখের সভায়
গৃহীত ২নং প্রস্তাবানুসারে ভবিষ্যতে মসজিদের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন,
উন্নয়ন, ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগ এবং বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত কতিপয়
নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্যরূপে অনুভূত হওয়ায়
নিম্ন বর্ণিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন সাব-
কমিটি গঠিত হয়।

- ১। জনাব শাহ্ মাওলানা হাবিব আহামদ সাহেব
- ২। " মাওলানা মাহফুজুর রহমান হিদ্দিকী সাহেব
- ৩। " মাওলানা মুসলিম খান সাহেব
- ৪। " মাওলানা মুজাহের হোসেইন সাহেব
- ৫। " মাওলানা ওসমান গনি সাহেব
- ৬। " মাওলানা হাফিজুল হক সাহেব

মসজিদ পরিচালনা কমিটি এবং নীতিমালা প্রণয়ন উপ-কমিটির অন্যতম
সদস্য জনাব মাওঃ মুসলিম খান সাহেব প্রণীত একটি খসড়া নীতিমালার
রূপরেখা অনুসরণে এ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাটি পরিচালনা কমিটি ও সাধারণ
সভায় অনুমোদনের জন্য লিপিবদ্ধ করেন কমিটির সদস্য জনাব মাওলানা
ওসমান গনি সাহেব।

প্রাপ্ত দলিলাদি ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে সংগৃহিত :

চুনতি জামে মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

অষ্টাদশ খ্রীষ্টিয় শতাব্দীর শেষার্ধের কোন এক শুভক্ষণে চুনতির সর্বজন শ্রদ্ধাপ্পদ বুজর্গ গণের জীবদ্দশায় বিশেষত হযরত শাহ্ মাওলানা মরহুম আব্দুল হাকিম ও হযরত মাওলানা মরহুম শুকুর আলী মুসেফ সাহেবান এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ওলামায়ে কেলাম ও বুজর্গানে দ্বীনের আমলে চুনতি অধিবাসীগণ সূফী মিয়াজী পাড়াস্থ প্রাচীন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করিতেন। তৎকালীন অসুবিধাজনক রাস্তাঘাট ও দূরত্বের কারণে বর্তমান জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত মসজিদটি চুনতির তদানিন্তন জমিদার মরহুম আব্দুল হাকিম সিকদার ও মরহুম আব্দুল গণি সিকদার ও মরহুম মুন্সি খাইরুল্লাহর সৌজন্যে নির্মিত হয় এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য খাস দখলি ও প্রজা বিলী সহ প্রায় ১০০ (একশত) একরের মত জমি দান করেন।

সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর কালের মধ্যে দাতাবংশীয় পরিচালকদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির দরুণ নীলাম, প্রজাপত্তন বা অন্যকোন অসদুপায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জমি সমূহের প্রায় অংশই হাতছাড়া হইয়া যায়। মরহুম মুন্সি ইছহাক সাহেব মুতাওয়াল্লী থাকাকালীন দখলচ্যুত জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাহার অকাল মৃত্যু এবং ২য় মহাযুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থির কারণে প্রায় দেড় দশক কাল সময় চরম বিশৃঙ্খলায় অতিবাহিত হয়। ইহার পর মরহুম এয়াছীন মাস্টার মুতাওয়াল্লী বা সেক্রেটারী নিযুক্ত হলে সমকালীন মুরুব্বী গণের সহযোগিতায় বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ২য় বারের মত প্রচেষ্টা চালান, বিভিন্ন বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ হয়। এই ব্যাপারে দক্ষিণ কাঠুরিয়া পাড়ার মরহুম আব্দুচ্ছালাম ফকিরের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এয়াছীন মাস্টারের মৃত্যুর পর যুবক সমাজসেবী তৎকালীন চুনতি আঞ্জুমনে নওযোয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী আলহাজ্ব জনাব মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী মসজিদের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মাওলানা আখতার কামাল ও তদ্ভ্রাতা মৌলভী বদরুদ্দোজা ও পশ্চিম চুনতির মরহুম মাওলানা আইয়ুব সাহেবানদের সক্রিয় সহযোগিতায় আদালতে দীওয়ানি মুকদ্দমা রুজু করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান স্থিত ১৪ একর ৯২ শতক জমি মসজিদের অনুকূলে মোকদ্দমায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে দখল ভুক্ত হয়।

যাহার বিস্তারিত তফসীল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ক্রমিক নং	অবস্থান	আর, এস		বি, এস		পরিমাণ				মন্তব্য
		খতিয়ান	দাগ	খতিয়ান	দাগ	এ	শ	কা	গ	
১	রাসাঘোনা	৫৭৫	ব-৪৪০	১৮৪৮	৫৬৬০	১	৩৮	৩	০৯	
২	দেবাস মিঞার ঘোনা	১১৭৭	৩০৩৭	১৮৮৯	৭৫২২	১	৩৭	৩	৮ ১/২	
৩	লম্বা পারীর নীচের কাঠির উত্তর	১১২৬	২২৬৯ ২২৬৮	২০১৬	৫৫১৫	-	৮০	২	-	
৪	লম্বা পারির উপরে	৫৭৪	২২৬২	৭৭০	৫৫১২	১	৩৭	৩	৮ ১/২	
		১৬১৩	ব-১৯৬	১৯৯৯	৫৫১১	-	৪১	১	১/২	
৫	লম্বা পারির মধ্যে	৪৫১	২২৬৫ ২২৬২/২২৬৪ ২২৬৬ ২২৬৭	৭৭০	৫৫১২	১	২২	৩	১	
				৭৫	৫৫১৩		৫৬	১	৮	
৬	লম্বা পারীর নীচে	৪৫১	২২৬৫/২২৬৪ ২২৬৬ ২২৬৭	৭৫	৫৫১৩	১	৭৭	৪	৮ ১/২	
৭	বালুর ধারী	৫৭৪	ব-১৯৩	৭৭০	৫৫২৭	৩	৫১	৮	১৫ ১/২	৫৫২০ দখলে ২০ শতক
			২২৮২	১৯৯৯	৫৬২৬	-	২৩	-	১১ ১/২	
৮	রেসার ঘোনা (উত্তরে)	৫৭৪	২২৫৭	৭৭০	৫৬৫৭	১	৭২	৪	৬	
৯	রেসার ঘোনা (দক্ষিণ)	১৫১৩	৩০৬৫ ষ-১৩২	১৮৮৮	৭৫০৩	-	৫৮	১	০৯	
সর্বমোট =						১৪	৯২	৩৭	০৬	

বর্তমান মসজিদের অবস্থান :

অনেকটা ইংরেজী 'L' অক্ষরের মত টিলা পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রথমে বাঁশ ও পরে টিন শেড মাটির দেয়ালে মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রায় ১৫০ বৎসর পর ১৯৫০ এর দিকে মসজিদের জমির ওয়াশীলাত ও মুসল্লিদের আর্থিক সাহায্যে মজবুত ভিত্তির মাধ্যমে প্রথমে একতলার এবং ১৯৭৭ইং সালে হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) কর্তৃক চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব জনাব ইউসুফ সাহেব প্রদত্ত এককালীন পঁচিশ হাজার টাকায় মুসল্লিগণ উৎসাহিত হইয়া বিভিন্ন চাঁদা ও মসজিদের ওয়াসীলাতের মাধ্যমে ছাদ পাকাকরণ ও দ্বীতল নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়ে সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন ও মসজিদের উন্নয়নে যাহারা মূল্যবান অবদান রাখিয়াছেন নিম্নলিখিত মরহুম গণের খিদমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১) মরহুম মৌঃ মহতাহসন বিল্লাহ্ (২) মরহুম মৌঃ নুরুল আবছার (৩) মরহুম মৌঃ শফিক আহমদ (৪) মরহুম মৌঃ আব্দুচ্ছেহাবাহান খান (৫) মরহুম মৌঃ মখলুর রহমান। জীবিতদের মধ্যে যাহারা এখনও মসজিদের খিদমতে নিজেদের সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন তাহাদের পরিশ্রম ও ত্যাগ প্রশংসার দাবী রাখেন।

উল্লেখ্য যে, নিম্নে বর্ণিত মসজিদের দখলভুক্ত সম্পূর্ণ টিলা পাহাড়টি এলাকাবাসী মুসল্লী পরিবারের কবরস্থান ও উত্তরপার্শ্বে বিস্তীর্ণ খালি মালভূমি আকারের জায়গাটা ঈদগাহ্ ও জানজার নামাজের স্থান হিসাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

মসজিদ গৃহ সহ পাহাড়ের তফশীল

মৌজাঃ চুনতি জে-এল নং বর্তমান - ৬ সাবেক - ৯৩

১। আর. এস. = ৪৭৬

বি. এস. = ২৮৪৪

দাগ সম্পূর্ণ = ৫ একর ৫৯ শতক

২। আর. এস. = ১২৫৬

বি. এস. = ২৮৭৪

দাগ সম্পূর্ণ = ১ একর ৯৬ শতক

মোট = ৭ একর ৫৫ শতক

মসজিদ পরিচালনার জন্য অনুসরণীয়

নীতিমালা

মসজিদ পরিচালনার জন্য ২টি কমিটি থাকিবে

- ১। সাধারণ কমিটি
- ২। কার্যকরী কমিটি

সাধারণ কমিটির গঠন ও ক্ষমতা

- ১। চূনতি জামে মসজিদের এলাকাভূক্ত মুসল্লীগণ সাধারণ কমিটির সদস্যরূপে গন্য হইবেন।
- ২। সদস্যদের মধ্যে বয়োজৈষ্ঠ দ্বীনদার মুরুব্বীদের একজন সাধারণ কমিটির মতামতে 'সভাপতি' মনোনীত বা নির্বাচিত হইবেন।
- ৩। এই কমিটির কোনরকম মেয়াদকাল থাকিবেনা। সভাপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা ধর্মীয় ভাবধারার পরিপন্থী আচরণে সাধারণ সদস্যদের মিটিং এর উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশের মতামতে তিনি অবাধিত হইলে শূন্য পদে অন্য একজন মনোনীত বা নির্বাচিত হইবেন।
- ৪। মসজিদ সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পাঁচ বৎসরের মেয়াদকালের জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হইবে।
- ৫। কার্যকরী কমিটি কোন কারণে মসজিদ পরিচালনায় অপারগ হইলে বা কমিটিতে অচলাবস্থা দেখা দিলে ঐ ব্যাপারে আহত সভার উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পুরাতন কমিটি সম্পূর্ণ বাতিল অথবা আংশিক রদবদল করে পুনঃ নতুন কমিটি গঠন করা অথবা প্রয়োজনে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করা। এই কমিটিতে একজন আহ্বায়ক থাকবেন এবং উনারা অনধিক তিন মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।

কার্যকরী কমিটি গঠনের নিয়মাবলী

- ১। সুনির্দিষ্ট নোটিশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সাধারণ কমিটির সভায় সাধারণ সদস্যদের ভোটে বা মনোনয়নের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠিত হইবে।
- ২। কার্যকরী কমিটিতে ২৫ জন সদস্য থাকিবেন, তৎমধ্যে ১ জন সভাপতি ১ জন বা ২ জন সহ-সভাপতি ১ জন সাধারণ সম্পাদক ১ জন সহ সাধারণ সম্পাদক ১ জন অর্থ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্যরূপে থাকিবেন। উল্লেখিত ২৫ জনের এক তৃতীয়াংশ উপস্থিতি কোরাম হিসাবে গন্য হইবে।
- ৩। কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইবে, তবে ইহাও সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামত অনুসারে পরিবর্তন করিতে হইবে।
- ৪। মসজিদের জন্য বিরাট ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অনুরূপ দানশীল ব্যক্তি সৃষ্টি প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।
- ৫। কার্যকরী কমিটিতে যিনি সাধারণ সম্পাদক থাকিবেন তিনিই মুতাওয়াল্লী নামে আখ্যায়িত হইবেন। মুতাওয়াল্লী বা অন্য কোন পদ কোন অবস্থাতেই বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকার সূত্রে দাবী করা যাইবে না।
- ৬। কার্যকরী কমিটির মেয়াদ অনধিক ৫ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সমূহ

- ১। সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান উভয় পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ যথাযতভাবে লিপিবদ্ধ ও বাস্তবায়িত করন, রেকর্ডপত্র সংরক্ষন, আর্থিক আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব সংরক্ষন, ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থাকরন, জুমার নামাজ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জমায়াত সমূহ সুচারুরূপে আদায় করা হইতেছে কিনা তদারক করা, মুসল্লীদের অভাব-অভিযোগ পূরনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাসমূহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।
- ২। মসজিদের স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি সমূহ যাহাতে আত্মসাৎ না হইতে পারে তাহার প্রতি সময়োচিত ব্যবস্থা করা।
- ৩। জায়গা জমির খাজনা এবং সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি প্রাপ্য সময়মত পরিশোধের ব্যবস্থা করা।
- ৪। ইমাম মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব সমূহ তত্ত্বাবধান করা এবং তাহাদের সাময়িক অনুপস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করা।

আর্থিক লেনদেন

- ১। মসজিদের জায়গা জমি লাগিয়ত বাবদ প্রাপ্ত টাকা ও বিবিধ উৎস হইতে চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত টাকা কোন অজুহাতেই ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার উর্ধ্বে সম্পাদক বা অন্য কাহারো হাতে রাখা যাইবে না, অথবা উক্ত টাকা কাহারো ব্যক্তিগত কাজের জন্য ধার দেওয়া যাইবে না। যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত টাকা সমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব মসজিদের নামে ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করিতে হইবে। মসজিদের প্রয়োজনের ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা খরচের উর্ধ্বে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন লাগিবে।
- ২। আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা সর্বদা হাল নাগাদ বা up to date রাখিতে হইবে।
- ৩। যাবতীয় খরচের ভাউচার ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ বইতে রেকর্ড করার পর যথাযত ভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ৪। কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ কমিটির সভায় হিসাব নিরীক্ষন বা হিসাব প্রদর্শনের জন্য ক্যাশ বই ও ভাউচার প্রস্তুত রাখিতে হইবে।
- ৫। মসজিদের যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত টাকা সমূহ কোন অনুমোদিত ব্যাংকে কমিটির সাধারণ সম্পাদক সহ যে কোন দুইজন সদস্যের স্বাক্ষরে হিসাব খোলা যাইবে। টাকা উত্তোলনের ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক সহ অন্য যে কোন একজনের যুক্ত স্বাক্ষরে টাকা উঠানো যাইবে।
- ৬। মসজিদের উন্নয়ন বা মেরামত কাজের টিকাদার নিযুক্ত করার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বন্ধনমুক্ত, যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে হইবে।
- ৭। ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন/ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বেলায় আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষপাতিত্ব যথা সম্ভব নিরুৎসাহিত করা হইবে।

ক্র.সং.	বিবরণ ও স্বাক্ষরকার	অংশ	অন্য দলের বিবরণ ও স্বাক্ষরকার	অংশ সমস্ত দলের শ্রেণী এবং বিভিন্ন নিয়ম ও অনুষ্ঠান
	<p>বাজেয়ালী ও আবদুল হাকিম গং মসজিদে রমোতয়ালী ওয়াকফস্থলে পং মুন্সি খায়ের উল্লা পিং মুন্সি হায়দর আলী আবদুল অহুদ সিকদার পিং মহম্মদ পোতন সিকদার আলীমদ্দিন সিকদার পিং মুন্সি কালী চান্দ আনওয়ার উল্লা পিং আবদুল হক সিকদার খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ হাছন পিং মুন্সি ওয়াহেদ আলী</p>	১১		মালিকী

১০৫১১০৬
 ১০৮১১০৩ দ্বারা
 মতে প্রস্তুত
 ১ দোকখানা
 নং

মুন্সিফ ওয়ার্ড

সংখ্যা: ২২৬৭

পত্রাঙ্কের বিবরণ ও স্বাক্ষর

অন্য বস্তুর বিবরণ ও স্বাক্ষর

সংখ্যা

অন্য

বিবরণ

বাজেয়াপ্তী তালুক আবদুল হক নং

মসজিদের মোসজিদ ওয়াকফস্থলে

নং মুন্সিফ

মুন্সি হারিদর আলী

আবদুল অতুল সিকদার:

পিং মহম্মদপোতন সিকদার

খালীমদ্দিন সিকদার

পিং মুন্সি কালা চান্দ

আনওয়ার উল্লা

পিং আবদুল হক সিকদার

খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদহাছন

পিং মুন্সি ওয়াহেদ আলী